৮.৯ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক সংস্থাসমূহ (Specialize Agencies of the UNO)

সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সনদের ৬নং ধারায় উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা সংযোজিত আছে। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্থা হোল ঃ

ইউনেস্কো (UNESCO–The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) ঃ ইউনেস্কো হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। মানব জাতির শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষা করা ও তার বিকাশের জন্য এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থাটি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৪৩টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তির ফলে জাতিপুঞ্জের UNESCO বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থারূপে স্বীকৃতি অর্জন করে।

ইউনেস্কো-র উদ্দেশ্যগুলি সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলি এই সংবিধানে স্বাক্ষরদানকারীগণ তাদের জনগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছে যে, যুদ্ধ প্রথম মানুষের মনেই শুরু হয় বলেই মানুষের মনেই প্রথম শান্তির সপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। অন্যের পথ ও জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকেই সাধারণভাবে যুদ্ধের উদ্ভব ঘটে। মানবজাতির ইতিহাসের ধারা বিচার করলে দেখা যাবে যে, বিশ্ব জনমানসে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে পার্থক্যের উদ্ভব ঘটে তা অনেক সময়ে যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে....”

ইউনেস্কোর সাংগঠনিক কাঠামো (Organisation Structure of the UNO) ঃ ইউনেস্কোর সাংগঠনিক কাঠামো তিনটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঐ তিনটি সংস্থা হল, সাধারণ সম্মেলন (General Conference) ঃ

কার্যনির্বাহী পর্ষদ (Executive Board) এবং সচিবালয় (Secretariat)। সাধারণ সম্মেলন ঃ সাধারণ সম্মেলন ইউনেস্কোর পরিচালন সমিতি (Governing body) নামে পরিচিত। সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সাধারণ সম্মেলন গঠিত। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। তবে প্রতি রাষ্ট্রের ভোট ১টি। প্রতি বছর একবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারে। সাধারণ সম্মেলনের মুখ্য দায়িত্ব হল এই সংস্থার মূল কর্মধারা নির্ধারণ। সাধারণ সম্মেলন শিক্ষা, বিজ্ঞান, মানবিক বিষয় এবং জ্ঞানের প্রসারের জন্য সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা করতে পারে। সাধারণ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন আলোচিত হয়। সাধারণ সম্মেলনে কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন এবং কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের সম্মতি অনুযায়ী সচিবালয়ের মহাপরিচালক (Director General)-কে নিয়োগ করা হয়। কার্যনির্বাহী পর্ষদ ঃ ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহী পর্ষদ সাধারণ সম্মেলন কর্তৃক নির্বাচিত ২৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সদস্যদের নির্বাচনের সময় সম্মেলন সদস্যদের কলা, বিজ্ঞান, মানবিক বিষয়, শিক্ষা প্রভৃতি যোগ্যতা ও অবদানের দিকে লক্ষ্য রাখে। সাধারণ সম্মেলনে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। পর্ষদে কোনো রাষ্ট্র থেকে ১ জনের বেশি প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন না। সদস্যগণ ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

সচিবালয় ঃ মহাপরিচালক এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে সচিবালয় গঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশ ক্রমে ৬ বছরের জন্য সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত ও অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী মহাপরিচালক কর্মচারীদের নিয়োগ করেন।

ইউনেস্কোর কার্যাবলি (Functions of the UNESCO) ঃ বিশ্ববাসীর শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিকাশ সাধনই এই সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে ন্যায়নীতি, আইনের অনুশাসন মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি জাতি, পুরুষ-নারী, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারে সাহায্য করাই হল এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

ইউনেস্কোর কার্যাবলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) শিক্ষা, (খ) বিজ্ঞান, (গ) সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি।

সকল গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য করা হয়। শিক্ষা হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান মাধ্যম।

এই সংস্থাটি গঠিত হবার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে বিধ্বস্ত শিক্ষাকেন্দ্র, যাদুঘর, পুরাকীর্তি, পাঠাগার এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন পুনরুদ্ধারের জন্য সকল জাতির নিকট স্বেচ্ছামূলক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে। বিভিন্ন দেশকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। শিক্ষামূলক উপকরণ সরবরাহ করেছে।

শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষায়তনকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান, পুস্তক সরবরাহ শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, শিক্ষাসূচি প্রস্তুত করার বিষয়ে সাহায্য করে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঃ ইউনেস্কোর অন্যতম লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রসারসাধন। গণিত, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান এর গবেষণার প্রসারেও এই সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থা বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তির বিকাশেও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রসারে এই সংস্থাটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সকল জাতির জ্ঞানের ঐক্যসাধনই ইউনেস্কোর লক্ষ্য। জাতিগত বিদ্বেষ ও ব্যবধানের অবসান ঘটানো, প্রযুক্তির বিকাশের সামাজিক ফলাফলের প্রতি ইউনেস্কো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগত দুই দশক ধরে নিরস্ত্রীকরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মূল্যায়ন ঃ সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই সংস্থার নিজস্ব কোনো স্থায়ী অর্থভাণ্ডার নেই। আর্থিক সংস্থানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সাহায্যের উপরেই মূলত নির্ভরশীল থাকতে হয়। ইউনেস্কোর লক্ষ্য ছিল সমগ্র জাতিকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বাঁধনের মাধ্যমে হিংসার বেড়াজাল থেকে মানুষকে মুক্তকরা। কিন্তু এই সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

৭০-এর দশক থেকে এই সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন কংগ্রেসের এক প্রতিবেদনে ইউনেস্কোর কর্মসূচি ও আর্থিক কার্যাবলি সম্বন্ধে বিরোধিতাপূর্ণ মন্তব্য করা হয়। ১৯৮৪-এর ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো থেকে নাম প্রত্যাহার করে। ১৯৮৫ সালে ব্রিটেন ও সিঙ্গাপুর সদস্যপদ ত্যাগ করে। এর ফলে এই সংস্থাটি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ এই সংস্থার মোট ব্যয়বরাদ্দের

২৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন বহন করত। তথাপি বিশ্বসমাজের উন্নয়নের ও বিকাশের ক্ষেত্রে UNESCO অবদান সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা যায় না।